নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ভুমিকা ও প্রকল্পের বিবরণ

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এই পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (RPF) তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকারের আইনী নীতি এবং বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো ভিত্তিতে বিশেষত 'ভুমি অধিগ্রহণ, ভুমির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন' বিষয়ক স্টান্ডার্ড-৫ এর ভিত্তিতে। এই কর্মসূচির চারটি উপাদান রয়েছে। যার মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ উপাদান বাস্তবায়ন করবে সওজ। প্রস্তাবিত **WeCARE** কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের ২৬০ কিলোমিটার জুড়ে। যার মধ্যে রয়েছে (১) যশোর-ঝিনাইদহ (৪৮ কিলোমিটার), (২) ঝিনাইদহ-বনপাড়া-হাতিকুমরুল (১৬০ কিলোমিটার) এবং (৩) নাভারণ-সাতক্ষীরা-ভোমরা (আনুমানিক ৫২ কিলোমিটার) করিডোর। যেখানে বিশ্বব্যাংক অধী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) এর অধীন ১০০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক (যশোর-ঝিনাইদহ এবং নাভারণ-সাতক্ষীরা-ভোমরা) নির্মাণে অর্থায়ন করবে। এই কর্মসূচি ১০ বছর ধরে তিন পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম পর্যায়ে আনুমানিক সময় ৫ বছর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে ৪ বছর করে সময় লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের সড়ক অবকাঠামো, পরিপূরক লজিস্টিকস অবকাঠামো ও সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে কারিগরি সহায়তা এবং পরিবহন খাতের আধুনিকায়নে প্রত্যেক পর্যায়ে বিনিয়োগ হবে।

এই কর্মসূচির আওতায় সওজের তৈরি এই পুনর্বাসন নীতি কাঠামো ভুমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এই পুনর্বাসন নীতি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ইএসএস-৫ এর আলোকে এই সামাজিক ঝুঁকির প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন এবং অভিঘাত মোকাবেলার নীতি ও উদ্দেশ্যসমুহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে প্রকল্পে ক্ষত্রিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ওপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব যথাযথভাবে প্রশমন করা এবং তারা দূরবস্থার মধ্যে নেই তা নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের উপাদানসমুহ ঃ

এই কর্মসূচিতে নিচের উপাদান রয়েছে ঃ

উপাদান- ১ ঃ মহাসড়কের উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণ ঃ এই উপাদান বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ) । এর আওতায় ৪৮ কিলোমিটার যশোর-ঝিনাইদহ জাতীয় মহাসড়ক ২ লেন থেকে ৪ লেনে উন্নীত করা হবে। এর পাশাপাশি কর্মসূচির এই অংশের মাধ্যমে সড়ক করিডরে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল অথবা ইউটিলিটি ডাক্ট স্থাপনে অর্থায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। সর্বশেষ অংশ হলো-এআইআইবির অর্থায়নে ঝিনাইদাহ-বনপাড়া-হাতিকুমরুল সড়ক নির্মিত হবে, যা সহযোগী সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপাদান-২ গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সংযোগ সম্প্রসারণ ঃ ঃ এই অংশ বাস্তবায়ন করবে এলজিইডি। সংযোগ চাহিদা পর্যালোচনা করে প্রথম পর্যায়ে যশোর, ঝিনাইদাহ, মাগুরা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের রাস্তাগুলো এই করিডর, স্কুল, স্বাস্থ্য সেবা এবং স্থানীয় বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এছাড়া গ্রামীণ এলাকাকে ডিজিটাল সংযোগের উপযোগী করতে নির্ধারিত উপজেলা সড়কে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল ডাক্ট স্থাপনে এই অংশের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে।

উপাদান-৩ - পরিপূরক লজিস্টিকস, অবকাঠামো ও সেবার উন্নয়ন ঃ প্রথম পর্যায়ের জেলাগুলোর পরিপূরক লজিস্টিকস অবকাঠামোর উন্নতি করতে এলজিইডি এই অংশ বাস্তবায়ন করবে। নির্দিষ্ট সরবরাহ চেইনে কৃষি, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য খামারের কাছে গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ বাজার/সংরক্ষণ সুবিধা এবং সম্পূরক লজিস্টিকস অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। বিশ্বব্যাংকের গাইডলাইন অনুসারে এলজিইডি লজিস্টিকস অবকাঠামো ও সেবা চাহিদা চিহ্নিত করতে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার মাধ্যমে নিবিড় পর্যালোচনা করবে ।

উপাদান-৪ - সড়ক খাত ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নতি ঃ এই কর্মসূচি এবং সরকারের নিজস্ব সড়ক খাত বিনিয়োগের আওতায় এই অংশে এ খাতের বিভিন্ন নীতি দূর্বলতা চিহ্নিত করে সমাধান করা হবে। বিনিয়োগের টেকসইতা নিশ্চিত করতে উভয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করবে এবং অপেক্ষাকৃত ভালো সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করবে। একইসঙ্গে উদ্ভাবনী ও ভালো চর্চার সূচনা করবে। প্রথম পর্যায়ে গবেষণা ও পাইলট প্রকল্প থাকবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে তা জোরদার করা হবে। প্রথম পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়েও সহায়ক হবে। প্রত্যাশা করা যায়, প্রথম পর্যায় গবেষণা ও পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে, যা পরের পর্যায়গুলোতে বাস্তবায়িত/জোরদার হতে পারে এবং দেশব্যাপী প্রতিস্থাপিত হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের হস্তক্ষেপের মধ্যে থাকে (১) সমন্বীত বহুজাতিক পরিবহণ মহাপরিকল্পনা, (২) পরিবহণ খাতের শাসন পর্যালোচনা, (৩) সড়ক অর্থায়ন কাঠামো এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনা, (৪) বিজনেস ডেলিভারি প্রক্রিয়ায় পর্যালোচনা(বহুজাতিক ব্যাংকের অর্থায়নে প্রকল্পসহ), (৫) সওজের মধ্যে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনা, (৬) সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ চর্চার পর্যালোচনা এবং সওজের জন্য একাট পারফরম্যান্স কাঠামোর উন্নয়ন।

উপরে বর্নিত চারটি উপাদানের মধ্যে উপাদান-১ ও উপাদান-৪ বাস্তবায়ন করবে সওজ , যেখানে ২ লেনের সড়ক ৪ লেনে উন্নীত হবে।

বেজলাইন তথ্য, সম্ভাব্য প্রভাব এবং ঝুঁকি

শুমারি, জরিপ এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছে এমন লোকজনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের প্রভাব, আর্থ সামাজিক এবং বেজলাইন পরিচিতি মূল্যায়ন করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের মাঠ জরিপ এবং সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এর প্রভাব ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। জরিপের জন্য প্রশ্নমালায় প্রত্যেক খানার ক্ষয়ক্ষতির তালিকা থাকবে। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো (ঘরবাড়ি), কৃষিজমি, গাছপালা ও অন্যান্য সম্পদ এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এই জরিপে প্রকল্প এলাকায় ব্যবসায়িক/বাণিজ্যিক অবকাঠামো এবং সরকারি ও কমিউনিটি অবকাঠামোরও তালিকা থাকবে।

পূনর্বাসন নীতি কাঠামো তৈরির সময় সম্ভাব্য প্রভাব ও ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পরামর্শকদের সঙ্গে নিয়ে সওজের কর্মকর্তারা নির্ধারিত কিছু নমুনা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার সময় স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন সওজ এর রাস্তাগুলোর উন্নতি হলে স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনমানের উন্নীত হবে এবং জীবিকার সুযোগ বাড়বে। এর পাশাপাশি আর্থ সামাজিক পরিবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ উন্নয়ন, অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন ও নগরায়নের বিস্তার ঘটবে।

সওজ এখনও বিভিন্ন উপ-প্রকল্প নির্ধারন করেনি। যখন উপ প্রকল্পগুলো স্থানীয়দের চাহিদা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে চুড়ান্ত করবে তখন শুমারির ক্ষতির তালিকা এবং আর্থ-সামাজিক জরিপের ভিত্তিতে প্রভাব চিহ্নিত করা হবে। অন্যদিকে সওজ এর প্রস্তাবিত কর্মসূচির সামাজিক ঝুঁকি এবং প্রভাব এর নির্মাণকালীন সময়ে পুরোপুরি অনুধাবণ করা যেতে পারে। সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে (১) ভুমি অধিগ্রহণ, চাহিদাপত্র এবং স্বেচ্ছায় জমি দান, (২) আবাসিক এবং বাণিজ্যিক স্থাপনা থেকে (সাধারণ সম্পত্তিসহ) স্থায়ী অথবা ক্ষণস্থায়ী বাস্তুচ্যুতি, (৩) কিছু ব্যবসায়ী ও

ভেন্ডরদের স্থানচ্যুতি এবং কিছু দোকানপাট যেখানে কিছু গ্রামের রাস্তা নির্মিত হবে অথবা সংস্কার করা হবে, (৪) গাছপালা এবং শষ্যের ক্ষতি, (৫) জেন্ডার সহিংসতা এবং সড়ক দূর্ঘটনার বর্ধিত ঝুঁকি। অন্যদিকে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে উন্নত সড়ক এবং সংযোগ এবং সড়ক নিরাপত্তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

পূনর্বাসনের নীতি, আইন ও নীতিমালা

স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন-২০১৭ বাংলাদেশে ভুমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল আইন। এই আইনের ৪ থেকে ৯ ধারা জমি অধিগ্রহণ এবং ২০ থেকে ২৮ ধারা হুকুম দখল সংক্রান্ত। এই আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্থ জমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হবে। আইনের ৪(১) ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক অধিগ্রহণের নোটিশ জারির তারিখে সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করবেন। জেলা প্রশাসক এরপর মূল্যায়িত হিসাবকে ২০০ শতাংশ বাড়াবেন এবং অদিগ্রহণের কারণে শষ্য, অবকাঠামো এবং আয়ের ক্ষতি পোষাতে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ প্রিমিয়াম নির্ধারণ করবেন। এভাবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকে আইনের অধীন নগদ ক্ষতিপূরণ বলা হয়। যদি আইন দ্বারা নির্ধারিত লিখিত চুক্তির অধীন বর্গাদার কর্তৃক চাষ হওয়া স্থায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হয়, তাহলে আইন মোতাবেক ক্ষতিপূরণের অর্থ চুক্তি অনুযায়ী নগদে বর্গাদারকে পরিশোধ করতে হবে। স্থাবর সম্পতি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন ২০১৭ এর ৪(১৩) ধারা অনুযায়ী জনস্বার্থে সমাজের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, অন্য যথাযথ কোনো জায়গায় স্থাপন করে অথবা পুনর্নির্মান করতে হবে।

২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে বিশ্বব্যাংকের বিনিয়োগ প্রকল্প অর্থায়ন(আইপিএফ) পরিবেশগত ও সামাজিক কাঠামো (ইএসএফ) অনুসরন করছে, যা ১০টি পরিবেশ এবং সামাজিক ও পরিবেশ স্টান্ডার্ড বা মান (ইএসএস) নিয়ে গঠিত। যেকোনো প্রকল্পের পরিবেশগত ও সামাজিক ঝুঁকি চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করতে ঋণগ্রহীতাদের জন্য প্রয়োজনীয় হিসেবে এসব মান নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব মান পরিবেশগত এবং সামাজিক টেকসইতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা পরিপালনে ঋণগ্রহীতাকে সহায়তা করে। একইসঙ্গে এ বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তব্যবোধ পূরণে সহায়তা করে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ায় এবং চলমান অংশীদার সম্পৃক্ততার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে। ১০টি ষ্ট্যান্ডার্ড বা মানের মধ্যে ভুমি অধিগ্রহণ, ভুমি ব্যবহারে বিধিনিষেধ এবং স্বেচ্ছায় পূনর্বাসন সংক্রান্ত ষ্ট্যান্ডার্ডের মাধ্যমে জানা যায়, প্রকল্প সম্পর্কিত ভুমি অধিগ্রহণ এবং ভুমি ব্যবহারে বিধি নিষেধ সমাজ ও ব্যক্তির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। সওজ এই নীতি কাঠামো ইএসএস-৫ এর আওতায় নিচের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রনয়ন করেছে।

পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

ভৌত কর্মের উপাদান এবং উপ -উপাদানগুলোতে সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষার (screening) দরকার। উপ প্রকল্পের জন্য যথাযথ এলাকা জানামাত্রই প্রকল্প প্রস্তুতিকালীন সময়ে সামাজিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে। এর মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবের ওপর একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন পাওয়া যাবে। স্ক্রিনিং বিভিন্ন বিভিন্ন ইস্যু চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে যা মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধানের সময় যাচাই করা যাবে। এছাড়া সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুর ধরণ, গুরুত্ব ও সময়কাল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে, যা পরবর্তী পর্যায়গুলোতে কাজে লাগানো যাবে। এটি প্রকল্প পরিক্রমার প্রথমেই কোনো কিছু পরিহার অথবা কমানোর সুযোগ চিহ্নিত করতে সহায়তা করবে। এর ফলে প্রকল্পের নকশা প্রক্রিয়ায় যথাযথভাবে তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া পরবর্তী মূল্যায়নের সুযোগ চিহ্নিত করতে এবং কোনো রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের জন্য সময়সীমা দরকার হলে এই স্ক্রীনিং সহায়তা করবে। যদি পরবর্তী মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা (যেমন আরএপি, এআরএপি ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাহলে এই আরপিএফের গাইডলাইন অনুযায়ী এসব পরিকল্পনা প্রণীত হবে।

প্রাপ্যতা ও যোগ্যতার মানদন্ড

আরপিএফে সব ধরনের (জমি, ফসল/গাছপালা, স্থাপনা, ব্যবসা/কর্মসংস্থান এবং কর্মদিবস/মজুরি) ক্ষতিপূরণ পাওয়ার মানদন্ড এবং শর্ত বর্ণিত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট পেশা নেই অথবা অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মজীবিদের সম্পদ ক্ষতিগ্রস্থ হলে (শষ্য, স্থাপনা, গাছপালা এবং/অথবা ব্যবসায়িক ক্ষতি) তারা ক্ষতিপূরণ পাবেন- (১) ক্ষতিপূরণ (পুনস্থাপন মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন) এবং/অথবা (২) পরিবর্তিত জমি, স্থাপনা, গাছপালা, অন্যান্য পুনবার্সন সহায়তা যেমন স্থানান্তর ভাতা, স্থাপনা পুননির্মানে সহায়তা, মজুরি/আয়ের ক্ষতিপূরণ।

প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিপূরনের জন্য বিবেচিত হবেন -

o প্রকল্পের কারণে যেসকল ব্যক্তির স্থাপনা স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে আংশিক অথবা সম্পূর্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

o প্রকল্পের কারণে যেসকল ব্যক্তির আবাসিক অথবা বাণিজ্যিক জায়গা এবং/অথবা কৃষি জমি(অথবা অন্যান্য উৎপাদনশীর জমি) আংশিক অথবা সম্পূর্ন (স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

o প্রকল্পের কারণে যে সকল ব্যক্তির ব্যবসা আংশিক অথবা সম্পূর্ন(স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে) ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

o প্রকল্পের কারণে যাদের কর্মসংস্থান অথবা মজুরি অথবা বর্গাচাষ স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

প্রকল্পের কারণে যাদেও ফসল(বার্ষিক এবং দীর্ঘকালীন) এবং/অথবা গাছপালা আংশিক অথবা সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

o প্রকল্পের কারণে যাদেও সমাজের সম্পদ অথবা সম্পত্তির সুযোগ গ্রহণ আংশিক অথবা সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

ব্যক্তির বাইরে প্রকল্পের কারণে অন্য যে কোনো স্থাপনা ও ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণের আওতায় আসবে। যদি কোনো সাধারণ সম্পত্তি প্রকল্পের আওতায় পড়ে অথবা পরিহার না করা যায় তাহলে ভুমি অধিগ্রহন ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ এর ৪(১৩) এবং ২০(১) ধারা অনুযায়ী অধিগ্রহন অথবা হুকুম দখল করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আগে সব ধরনের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং এগুলো ভেঙ্গে ফেলার আগে পুনরায় নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণস্বরুপ -কোনো স্কুল প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেটি ভাঙ্গার আগে নতুন স্কুল নির্মাণ করে দিতে হবে। স্পর্শকাতর স্থাপনা এবং সাধারণ সম্পদ যেমন-মসজিদ, মন্দির, গির্জা এবং সমাধিস্থলের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে এবং স্থানান্তরের জন্য সওজ এবং তার পরামর্শকরা স্থানীয় লোকজন এবং এসব স্থাপনার ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে। ভুমি অধিগ্রহণ আইন(২০১৭) অনুযায়ী এ ধরনের সামাজিক স্পর্শকাতর সাধারণ সম্পত্তি (গির্জা, মন্দিও এবং সমাধিস্থল) প্রকল্পের কারণে অধিগ্রহণ করা যায় না। শুধুমাত্র স্থানীয়দের আলোচনা এবং সমঝোতার ভিত্তিতে এগুলো ক্রয় এবং স্থানান্তর করা যায়। যদি এগুলো করা সম্ভব না হয় তাহলে এ ধরনের স্থাপনাকে এড়িয়ে বিকল্প পথ নির্বাচন করতে হবে।

আলোচনা এবং অংশগ্রহণ ঃ পুনর্বাসন সংক্রান্ত সব কার্যক্রমের শুরুর দিকটা হলো ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ এবং সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সাধারণত অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক জীবনে চরম সংকট সৃষ্টি করে, যা প্রকল্পের প্রতি তাদেরকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। প্রকল্পের লক্ষ্য হলো অংশীদার এবং স্কীমের প্রস্তাবকারীদের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এটি মাথায় রেখে প্রকাশ্যে জন আলোচনা এবং অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া ২০১৯ সালে শুরু হয় এবং তা এ পর্যন্ত গৃহীত সব সমীক্ষা ও মূল্যায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি এসইপিতে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রকল্পের প্রেক্ষিত,

আর্থ-সামাজিক ভিত্তিরেখা, আলোচনা এবং যোগাযোগ কৌশল ইত্যাদি। ইএসএস-১০ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকল্প পরিক্রমায় এই এসইপি গাইডলাইন অনুসরন করা হবে। স্থানান্তর, পুনর্বাসন, প্রকল্পের বার্তা, পরিকল্পনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গুরুত্বপূর্ন। আরপিএফ প্রনয়নে সওজ বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে ৫টি পরামর্শমূলক বৈঠক এবং কর্মশালা পরিকল্পনা করেছে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

ভুমি অধিগ্রহণ আইন-২০১৭ আইনী প্রক্রিয়ার শুরুতে অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে জমির মালিকদের আপত্তি গ্রহণ অনুমোদন করে। একবার আপত্তির শুনানি হলে এবং নিষ্পত্তি হলে পরবর্তীতে ব্যক্তি জমি মালিকদের কোনো অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ নেই। যেহেতু আইন স্বীকৃতি দেয়নি সেহেতু অধিগ্রহণ করা জমির ওপর যাদের আইনী অধিকার নেই তাদের অভিযোগ শোনা ও নিষ্পত্তির কোনো কৌশল নেই। আগের প্রস্তাবগুলোর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জমির মালিকানা ও উত্তারাধিকার বিরোধ, শুমারি থেকে বাদ পড়া ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদের মূল্য নির্ধারণ, ক্ষতিপূরনের উপযুক্ততা এবং শব্দ দূষণ, দূর্ঘটনা, জেন্ডার সহিংসতা ও অন্যান্য সামাজিক ও পরিবেশ ইস্যুতে অভিযোগ ও আপত্তি দেখা গেছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল (জিআরএম) এর মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন ও মোকাবেলায় এই পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনায় (আরএপি) গৃহীত গাইডলাইন প্রয়োগে কোনো অনিয়ম হলে সে বিষয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল এই প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত উভয় পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অভিযোগ নিষ্পত্তি করবে।

প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গসহ স্থানীয় অংশীদারদের মধ্য থেকে ক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠিত হবে। সমঝোতার ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইস্যু/দ্বন্দ্বের দ্রুত এবং সৌহার্দ্যপূর্ন সমাধানে সহায়তা করবে এবং ক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ আইনী পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখবে। অবশ্য এই প্রক্রিয়া কোনো ব্যক্তির আদালতে যাওয়ার অধিকার থেকে বিরত রাখবে না। চার স্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল থাকবে। প্রথমটি স্থানীয় পর্যায়ে(উপজেলা), দ্বিতীয়টি জেলা পর্যায়ে, তৃতীয়টি পিআইইউ পর্যায়ে এবং চতুর্থটি মন্ত্রণালয় পর্যায়ে।

প্রাতিষ্ঠানিক এবং বাস্তবায়ন প্রস্তুতি

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর(সওজ) উইকেয়ার-সওজ কর্মসূচির বাস্তবায়নকারি সংস্থা। সওজ এই প্রকল্পের সকল সমীক্ষা, নকশা এবং নির্মান কাজের জন্য দায়বদ্ধ। প্রকল্প সমাপ্তের পর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্যও দায়বদ্ধ থাকবে। সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন এবং সরকারের পরামর্শক্রমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে পদক্ষোপ নিতে সওজ দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্পের কার্যকর ও মসৃন বাস্তবায়নের জন্য পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা দলিল ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি জরুরি। উইকেয়ার-সওজ প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে, মন্ত্রী পর্যায়ের কর্মসূচি স্টিয়ারিং কমিটি, প্রকল্প পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ইউনিট(পিআইইউ) এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কমিটি। সুরক্ষা বাস্তবায়নের যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করতে এই কমসূচির জন্য বহিস্থঃ তদারকি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হবে।

সম্ভাব্য বাজেট ঃ

নিচে একটি সম্ভাব্য বাজেট প্রস্তাব করা হলো, যা আরএপি তৈরি হলে পরিবর্তন/হালনাগাদ হতে পারে। জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খরচ এই বাজেটের অন্তর্ভূক্ত নয়।

বিষয়	জনবল/মাস	মোট মার্কিন ডলার

সওজের আরইসিতে ভুমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ	২৪	৮৪,০০০
সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ(মাঠ পর্যায়ে)	২৪	৬০,০০০
আরএপি প্রস্তুতির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	Lump-sum	৬০,০০০
আরএপি বাস্তবায়নকারী সংস্থা(আইএনজিও/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান)	Lump-sum	৭,০০,০০০
বহিস্থঃ তদারকি প্রতিষ্ঠান	৫ বছরে ২৪ মাস	১০০০০০০
ডপএসসি, পিআইইউ, আইএনজিও/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা	Lump-sum	১০০,০০০
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ব্যয়	Lump-sum	৩২০০০
অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন ব্যয়		এই পর্যায়ে অজানা, যেহেতু জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের প্রভাব নিরুপন করা হয়নি

তদারকি ঃ

সওজ এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং বাস্তবায়নে নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করবে। তদারকি ও মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্য হলো পুনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুসারে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া এই প্রকল্পের জন্য বহিস্থঃ তদারককারী সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কিত Due Dilligence রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে। সওজ এই পরিকল্পনার তদারকি ও বাস্তবায়ন পরিস্থিতি মূল্যায়নে একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করবে। তদারকি কার্যক্রমের ধরণ প্রকল্পের ঝুঁকি এবং প্রভাবের সঙ্গেহ সামঞ্জস্যপূর্ন হবে। সমস্ত প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাবের জন্য ঋণ গ্রহিতা পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকিতে যোগ্য পেশাজীবীদের নিযুক্ত করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনী কার্যক্রমের পরিকল্পনা করবে, এই ইএসএসের কমপ্লায়েন্সের ওপর উপদেশ দেবে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর তদারকি প্রতিবেদন তৈরি করবে। তদারকি প্রক্রিয়ার সময় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা হবে এবং সময়মত তাদেরকে এর ফলাফল সম্পর্কে জানানো হবে।

******